প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
০১।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	১	১ বাংলাদেশ ও KOICA	-	২	২	২৫% (১টি প্রকল্পের)	২	৬%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ২

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
৩.১	টিটিসিগুলোতে প্রকল্পের অর্থে সরবরাহকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ উপকরণ রক্ষিত কক্ষগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না থাকা এবং মালামালগুলো সাজানো গোছানোভাবে না রাখা;	৩.১	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামো এবং স্থাপিত মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ, মেরামত যন্ত্রপাতি রক্ষিত কক্ষগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনে যথেষ্ট বরদ্দের সংস্থান রাখতে হবে;
৩.২	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে Internal & External Audit সম্পন্ন হয়েছে কি-না তা পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়নি;	৩.২	প্রকল্পের অডিট যথাশীঘ্র সম্পন্ন করতে হবে।
৩.৩	Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ইআরডি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, KOICA ও বিএমইটি সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে প্রকল্পটি মধ্যবতীর্ মূল্যায়ন করার সংস্থান টিপিপিতে ছিল, যা করা হয়নি;	৩.৩	প্রকল্পটি চলামাকলীন ইআরডি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, KOICA ও বিএমইটি সমন্বয়ে একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন পরিচালনার বিষয়ে টিপিপিতে সংস্থান থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি অথচ পিসিআরে উক্ত খাতের অর্থ পুরোপুরি খরচ প্রদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োনজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

বিদ্যমান ১১টি পুরাতন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার এবং আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়)(সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	বিদ্যমান ১১টি পুরাতন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার এবং আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়) (সংশোধিত)
২।	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
৪।	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	১) বিকে টিটিসি, ঢাকা ২) বিজি টিটিসি, ঢাকা ৩) চট্টগ্রাম টিটিসি ৪) খুলনা টিটিসি ৫) রাজশাহী টিটিসি ৬) বরিশাল টিটিসি ৭) রাংগামাটি টিটিসি ৮) কুমিল্লা টিটিসি ৯) ময়মনসিংহ টিটিসি ১০) বগুড়া টিটিসি ১১) ফরিদপুর টিটিসি

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত * বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪২৪৯.০০	৪৫৮০.৫৩	৪৫৬৪.৯০	অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	৩১৫.৯০ (৭.৪৩%)	৯ মাস (২৫%)

নোটঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৬.১ **পটভূমি:** ১৯৬০-১৯৮৫ সালের মধ্যে ১০টি বিভিন্ন জেলায় এ প্রকল্পাধীন ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে যে সব শিক্ষার্থী তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে তারা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দেশে-বিদেশে তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। দিন দিন দেশে-বিদেশে দক্ষ মানব সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করছে। এ সব জনশক্তির অধিকাংশ অদক্ষ। কিন্তু বর্তমানে বিদেশে দক্ষ লোকের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির বাইরে আরো বেশি পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা সম্ভব। লক্ষ্য করা গেছে, বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগু লোর অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন- ওয়ার্কশপ, একাডেমিক ভবন এবং অন্যান্য ভবনের অবস্থা সংস্কারের অভাবে দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আবার ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশন, অটোমটিভ, ওয়েল্ডিং, কার্পেন্টার, সিভিল কনষ্ট্রাকশন, কম্পিউটার, গার্মেন্টস, অটোক্যাড ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে নতুন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত ১১টি টিটিসি'তে উপর্যুক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিত করার নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্য:**

(ক) দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি সরবরাহ;

(খ) বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস, ওয়ার্কশপ এবং আবাসিক ভবনগুলোর সংস্কার;

(গ) সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন স্থাপন;

(ঘ) বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ; এবং

(ঙ) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- পূর্ত নির্মাণ (১৭৫০০ বর্গফুট);
- ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় (৫১৭৩টি)
- আইটি যন্ত্রপাতি ক্রয় (৯৯টি);
- আসবাবপত্র ক্রয় (২৫১০টি)।

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৫)	(৪)	(৭)	(৬)
	(ক) রাজস্ব খাতঃ					
০১।	প্রশিক্ষণ কাঁচামাল	থোক	-	১০৫.০০	-	৯৯.৫৭
০২।	লোকাল প্রশিক্ষণ	জন	১০০	২০.০০	১০২	১৪.৩৭
০৩।	সার্ভিস স্ট্যাম্প /পোস্টাল, কন্টিনজেন্সি ব্যয় , ইন্টারনেট বিল , বিভিন্ন সভার সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয়, স্টেশনারীজ	থোক	-	১৩.৯০	-	১২.৮৮
০৪।	মেরামত, অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	থোক	-	৩.৫০	-	১.৬৬
	মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ			**১৪২.৪০**		**১২৮.৪৮**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
০৫।	মেশিনারী এবং ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৫১৭১	১২৪৯.০৯	৫১৭১	১২৪৭.৮৬
০৬।	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৯৯	৪২.৬০	৯৯	৪২.৫৯
০৭।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২৫৫০	১৯৬.৬৬	২৫৫০	১৯৬.৫৬
০৮।	পূর্ত নির্মাণ	ব:মি:/ রা:মি:	৩৪৬৫১ ব:মি: ও ৩৪২২২ রা:মি:	২৯৪৯.৭৮	৩৪৬৫১ ব:মি: ও ৩৪২২২ রা:মি:	২৯৪৯.৪১
	মোট মূলধন ব্যয়ঃ			**৪৪৩৮.১৩**		**৪৪৩৬.৪১**
	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব + মূলধন):			**৪৫৮০.৫৩**		**৪৫৬৪.৯০**

৯। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ: প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত:

আলোচ্য প্রকল্পটি ১১/১০/২০১১ তারিখে ৪২৪৯.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১ ৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তন, নির্মাণ সামগ্রীর দর বৃদ্ধি, বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত প্রকল্পটি ৪৫৬৪.৯০ লক্ষ টাকায় অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২১/০৮/২০১৪ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০১১-২০১২	৬৪৯.৮০	৬৪৯.৮০	৬৪৯.৮০
২০১২-২০১৩	৮০৮.২৮	৮০৮.২৮	৮০৮.২৮
২০১৩-২০১৪	১১০০.০০	১১০০.০০	১০৯৯.৯২
২০১৪-২০১৫	২০১৫.০০	২০১৫.০০	২০০৬.৯০
মোট:	**৪৫৭৩.০৮**	**৪৫৭৩.০৮**	**৪৫৬৪.৯০**

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	জনাব চন্দন লাল ঘোষ, উপ-পরিচালক	১৫/১২/২০১১	৩০/০৬/২০১৫

১১। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দে শ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি 'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;

(গ) প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি এবং সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত সকল দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা; এবং

(ঙ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১২। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১২.১ **প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় ১১টি টিটিসিতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় বাবদ আরডিপিপিতে ১০৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১২.২ **মেশিনারী এবং ইকুইপমেন্টঃ** প্রকল্পের আওতায় ১১টি পুরাতন টিটিসি'তে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ আরডিপিপিতে ১২৪৯.০৯ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১২৪৭.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১২.৩ **অফিস সরঞ্জামঃ** প্রকল্পের আওতায় ১১টি টিটিসিতে দাপ্তরিক প্রয়োজনে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ আরডিপিপিতে ৪২.৬০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪২.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১২.৪ **আসবাবপত্র ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় পুরাতন টিটিসিগুলোতে দাপ্তরিক ও প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ আরডিপিপিতে ১৯৬.৬৬ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৯৬.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১২.৫ **পূর্ত নির্মাণ:** সারা দেশের বিদ্যমান ১১টি পুরাতন টিটিসি'র নতুন প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার, পানির লাইন সংযোগ, ড্রেন নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন কাজের জন্য আরডিপিপিতে ২৯৪৯.৭৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৯৪৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র সহকারী পরিচালক জনাব মৌসুমী খানম কর্তৃক ১০/০৯/২০১৬ তারিখে বরিশাল টিটিসি এবং ২৩/০৯/২০১৬ তারিখে কুমিল্লা টিটিসিতে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে টিটিসি 'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১৩.১ **বরিশাল টিটিসিঃ** প্রকল্পের আওতায় বরিশাল টিটিসি'তে একাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় ২টি প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, সাব-মারসিবল পাম্প ও পাইপ লাইন স্থাপন, টিউবওয়েল স্থাপন, অধ্যক্ষের বাসভবনসহ সকল আবাসিক ভবন, ডরমিটরী, প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন রং, মেরামত ও সংস্কার, ডরমিটরীতে বৈদ্যুতিক ফ্যান স্থাপন, সাইকেল সেড নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল উঁচুকরণ ও কাঁটাতার লাগানো ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ

সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি নতুন সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। টিটিসি'র অফিস ভবনে অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণ, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স মালামাল, অটোমোবাইল টুলস, সিভিল ও মেকানিক্যাল টুলস সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া বরিশাল টিটিসি'র প্রশাসনিক ভবনে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।



বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র


বরিশাল টিটিসিতে প্রকল্প থেকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ


বরিশাল টিটিসিতে প্রকল্প থেকে স্থাপনকৃত পানির পাম্প


বরিশাল টিটিসিতে প্রকল্প থেকে স্থাপনকৃত সাব-স্টেশন

১৩.২ **কুমিল্লা টিটিসিঃ** প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা টিটিসি'তে একাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় পূর্ব ও পশ্চিমে বৈদ্যুতিক কাজ, স্যানিটারী লাইন ও সুয়ারেজ লাইনসহ ২টি প্রশিক্ষণ কক্ষ (২৯৯৭X২ বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে। একটি কক্ষে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যটিতে হাউস কিপিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। টিটিসি'তে হোস্টেল সুপারের বাসভবন ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবনের গ্রীলসহ স্টীল ফ্রেমপ্লান্ট স্থাপন, ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন, সীমানা প্রাচীরের কিছু জায়গার তলদেশের মাটি ভরাট, ক্যাম্পাসের বৈদ্যুতিক লাইনে খোলা কপার তার পরিবর্তন ও ক্ষয়প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক পুল পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া অফিস ভবনে অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। কুমিল্লা টিটিসি'তে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণ, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স মালামাল, অটোমোবাইল টুলস, সিভিল ও মেকানিক্যাল টুলস সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া কুমিল্লা টিটিসি'র প্রশাসনিক ভবনে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।



কুমিল্লা টিটিসি ক্যাম্পাসে প্রকল্প থেকে নতুন ড্রেন নির্মাণ



কুমিল্লা টিটিসিতে প্রকল্প থেকে নতুনভাবে নির্মিত কক্ষ ও কক্ষে স্থাপনকৃত কম্পিউটার ল্যাব





কুমিল্লা টিটিসিতে প্রকল্প থেকে সবরাহকৃত ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশ ও উপকরণ

১৪। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি সরবরাহ;	দক্ষ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী নতুন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে এবং ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়েছে;
খ) বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস, ওয়ার্কশপ এবং আবাসিক ভবনগুলোর সংস্কার;	বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, ডরমিটরী ভবন, প্রশিক্ষণ কক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা, রং করা, দরজা-জানালা পরিবর্তন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি পরিবর্তন, সাব-স্টেশন স্থাপন, জানালার গ্রীল পরিবর্তন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
গ) সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন স্থাপন;	টিটিসি'তে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিদ্যমান ভবনগুলোর সংস্কার ও নতুন হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে;
ঘ) বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ;	বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটির একাডেমিক ভবনে নতুন প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
ঙ) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় ১১টি বিদ্যমান টিটিসিতে কর্মরত ১০২ জন প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৫। **উপকারভোগীদের মতামতঃ** পরিদর্শনকালে কুমিল্লা টিটিসি'র অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষণার্থীগণ বলেছেন, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিটিসিতে নতুন কক্ষ নির্মাণ/সম্প্রসারণ করায় কিছু কিছু ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীগণ আলাদা কক্ষে খোলামেলা বসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের যন্ত্রপাতি, উপকরণ চাহিদামত পেয়েছেন। তাই প্রশিক্ষণের অনেক অগ্রগতি হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন,

ডরমিটরী সংস্কার, রাস্তা মেরামত, ড্রেন নির্মাণ, পাম্প স্থাপন, আসবাবপত্র সরবরাহ করায় টিটিসি'র অনেক উন্নয়ন হয়েছে। অর্থাৎ এ প্রকল্পের কার্যক্রম টিটিসিগুলোর উন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক হয়েছে।

১৬। পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ **মূল্যবান যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন না করাঃ** টিটিসিগুলোতে প্রকল্পের অর্থে সরবরাহকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি স্থাপন, প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স মালামাল, অটোমোবাইল টুলস, সিভিল ও মেকানিক্যাল টুলস সরবরাহ, ট্রেড ভিত্তিক আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি রক্ষিত কক্ষগুলো আরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া কক্ষের মধ্যে যন্ত্রপাতিগুলো কিছুটা এলোমেলোভাবে স্থাপন করা হয়েছে মর্মে লক্ষ্য করা যায়;

১৬.২ **প্রকল্পের Audit সম্পর্কে পিসিআর-এ উল্লেখ না করাঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৪টি অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হয় এবং জুন ২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে Internal & External Audit সম্পন্ন করা হয়েছে কি -না তা পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি।

১৭। সুপারিশ/ দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামো এবং স্থাপিত মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ , মেরামত, যন্ত্রপাতি রক্ষিত কক্ষগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট টিটিসি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে । প্রয়োজনে যথেষ্ট বরাদ্দের সংস্থান রাখতে হবে;

১৭.২ প্রকল্পের Audit (Internal & External) যথাশীঘ্র সম্পন্ন করতে হবে; এবং

১৭.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক এবং প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে টিটিসিগুলো যাতে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সে বিষয়ে বিএমইটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : **Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong**

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

৪। প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪৬২৬.৫৪ ৭৩৮.৫৪ ৩৮৮৮.০০	--	৪৪০৮.২৪ ৫২০.২৪ ৩৮৮৮.০০	জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	--	জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	(-) ২১৮.৩০ (৪.৭২%)	--

নোটঃ আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও KOICA-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ পটভূমিঃ

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৩ সাল হতে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি) প্রতিষ্ঠা করে। টিটিসিসমূহে দুই বছর মেয়াদী এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স এবং ২১ দিন হতে ৬ মাস মেয়াদী বিভিন্ন শর্ট কোর্স এবং বিআইএমটি-তে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন শিপ বিল্ডিং কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় ৪৮০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী দেশে বছরে ৬০-৭০ হাজার দক্ষ কারিগরি জনশক্তি প্রয়োজন। সে হিসেবে দেশের শ্রম বাজারে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে এখনও একটি বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে KOICA-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মিরপুরস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বছরে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জনশক্তি খাত হতে আয় হচ্ছে যার ৬০% অদক্ষ শ্রমিকের মাধ্যমে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এসব অদক্ষ শ্রমিকদের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তি যোগান দেয়ার জন্যই জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং পুরনো কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সংস্কার ও আধুনিকিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৬০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আধুনিকায়ন করার জন্য KOICA-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে Centre of Excellence এ উন্নীত করা ও চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওয়ার্কসপের ভৌত সংস্কার করে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা;

খ) কোরিয়ান বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তির আলোকে আন্তর্জাতিক মানের কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং

গ) দেশের যুবক ও যুব মহিলাগণকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির উপর দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা।

৭। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

- একাডেমিক বিল্ডিং ও ওয়ার্কসপসমূহের সংস্কার ও রিমডেলিং;
- দ্বিতল বিশিষ্ট সিএনসি বিল্ডিং এবং আইটি ল্যাব এর চার তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মূল ফটকের রিমডেলিং;
- ওয়ার্কসপসমূহ এবং একাডেমিক ভবনে নতুন আসবাবপত্র প্রদান;
- প্রশিক্ষকগণকে দেশে ও কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ/কোইকা ভলানটিয়ারদের টিটিসিতে সংযুক্তি।

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৫	৪	৭	৬
A)	**Revenue Component:**					
০১	Travel Allowance	থোক	-	৫.০০	-	০.০০
০২	Custom Tax/C&F Agent	থোক	-	৫.০০	-	৪.১৯
০৩	Telephone/Internet line	থোক	-	০.৬০	-	০.৩০
০৪	Printing & Publication	থোক	-	২.০০	-	২.০০
০৫	Stationery	থোক	-	১.৫০	-	১.৫০
০৬	Publicity & Advertisement	থোক	-	২.০০	-	০.৯০
০৭	Training	সংখ্যা	৩০	৩৬৯.৫০	৩০	৩৬৯.৫০
০৮	Seminar	থোক	-	১.০০	-	০.০০
০৯	Messenger	থোক	-	০.৩০	-	০.১৫
১০	Entertainment	থোক	-	০.৩০	-	০.১৯
১১	Transportation	থোক	-	৩.০০	-	৩.০০
১২	Temporary Labour	থোক	-	৫.০০	-	৪.৯৯
১৩	Raw materials & spares	থোক	-	১৫.০০	-	১৪.৯৮
১৪	Consultants	জনমা	৪৫	৭৮৫.৭০	৪৫	৭৮৫.৭০
১৫	Computer Accessories	থোক	-	১.৫০	-	১.৪৮
১৬	Committee Meeting	থোক	-	১.০০	-	০.৭৭
১৭	Miscellaneous expenditure Management	থোক	-	১৫২.৭০	-	১৫২.৬৬
	Total (Revenue):			**১৩৫১.১০**		**১৩৪২.৩১**
B)	**Capital Component:**					
১৮	Machinery & Equipment	থোক	-	১১৬৬.৪০	-	১১৬৬.৪০
১৯	Office Equipment (Telephone, intercom, PA system)	৬	৬	৫.০০	৬	৪.৯৭
২০	Furniture (Hostel, Guest room)	৩৩৬	৩৩৬	৩০.০০	৩৩৬	২৯.৭৬
২১	a) Building & Infrastructure, b) Landscaping, c) Gate, d) Boundary wall	থোক	-	১৪৯৭.০৪	-	১৪৯৩.০৩
২২	Electrical Work (including 1 Generator, Security Lights)	থোক	-	৭৭.০০	-	৭৬.৮৮
২৩	CD/VAT	থোক	-	৫০০.০০	-	২৯৪.৮৯
	Total (Capital):			**৩২৭৫.৪৪**		**৩০৬৫.৯৩**
	Grand Total (Revenue + Capital):			**৪৬২৬.৫৪**		**৪৪০৮.২৪**

৯। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির ০১ /০৩/২০১২ তারিখে বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০৫/০৭/২০১২ তারিখে ৪৬২৬.৫৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৭৩৮.৫৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ৩৮৮৮.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে জানুয়ারি , ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১১। **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১২-২০১৩	১১৯০.০০	৯০.০০	১১০০.০০	৯০.০০	২৮৯১.৮৯	৮৯.৮৯	২৮০২.০০
২০১৩-২০১৪	১৪৬৭.০০	৪১৭.০০	১০৫০.০০	৪১৭.০০	১৫০১.২৪	৪১৫.২৪	১০৮৬.০০
২০১৪-২০১৫	১৬.০০	১৬.০০	০.০০	১৬.০০	১৫.১১	১৫.১১	০.০০
মোটঃ	**২৬৭৩.০০**	**৫২৩.০০**	**২১৫০.০০**	**৫২৩.০০**	**৪৪০৮.২৪**	**৫২০.২৪**	**৩৮৮৮.০০**

নোটঃ আরএডিপি বরাদ্দের তুলনায় প্রতি অর্থ বছরে KOICA কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য খাতে অর্থ বেশি ব্যয় করা হয়।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ **মেশিনারী ও যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্পের আওতায় KOICA কর্তৃক কোরিয়া থেকে বিভিন্ন ট্রেডের আধু নিক প্রযুক্তিসম্পন্ন মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি আমদানী বাবদ টিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১১৬৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। KOICA কর্তৃক সকল মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি কোরিয়া থেকে ক্রয় করে নিজেদের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম টিটিসিতে স্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও টিটিসি কর্তৃপক্ষের কোন সম্পৃক্ততা ছিল না;

১৩.২ **নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় KOICA-এর তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম টিটিসি 'র ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ , ল্যান্ডস্কেপিং, প্রধান গেইট ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ বাবদ ১৪৯৭.০৪ লক্ষ টাকা টিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১৪৯৩.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৩ **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় KOICA কর্তৃক স্থাপনকৃত যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম টিটিসি 'র কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ টিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৩৬৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৪ **পরামর্শক নিয়োগঃ** প্রকল্পের আওতায় ৭টি কারিগরি বিষয়ে ৭ জন পরামর্শক (প্রতিজন ৫ মাস করে) নিয়োজিত ছিলেন। টিপিপি সংস্থান অনুযায়ী পরামর্শকের সম্মানী বাবদ ৭৮৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৫ **বৈদ্যুতিক কাজঃ** চট্টগ্রাম টিটিসিতে প্রকল্প থেকে ১টি জেনারেটর ক্রয় এবং ক্যাম্পাসে সিকিউরিটি লাইট স্থাপন বাবদ ৭৭.০০ লক্ষ টাকা টিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৭৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৪। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র সহকারী পরিচালক জনাব মৌসুমী খানম কর্তৃক ২২/০৫/২০১৬ তারিখে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উপ-প্রকল্প পরিচালক ও টিটিসি'র অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

১৪.১ **একাডেমিক ভবন ও ওয়ার্কসপসমূহের সংস্কারঃ** চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুরাতন একাডেমিক ভবন ও ওয়ার্কসপসমূহে পুরাতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে সনাতন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। প্রত্যেক ট্রেডের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের স্থান সংকুলানসহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও

সীমিত আকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। প্রকল্পের আওতায় KOICA কর্তৃক একাডেমিক ভবনগুলোর মেরামত করে সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম টিটিসি-কে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ভিশন হিসেবে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ওয়ার্কসপগুলো রি-মডেলিং করা হয়। ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছে। ওয়ার্কসপগুলোতে এয়ার কন্ডিশন, পর্যাপ্ত ফ্যান স্থাপন, সম্প্রসারিত স্থান, বাথরুম ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত করা হয়েছে। প্রত্যেক ট্রেডের প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রজেক্টর স্থাপন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রজেক্টর দিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

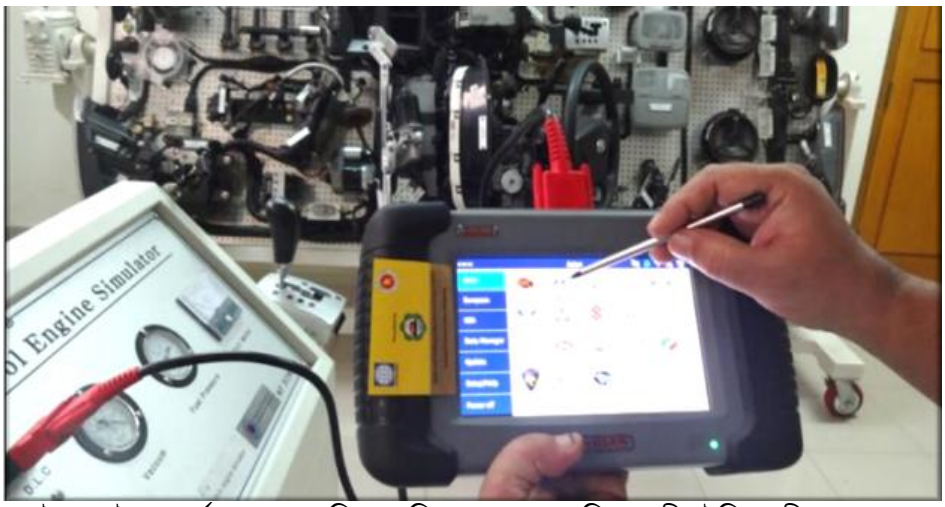


চট্টগ্রাম টিটিসি'র অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব



অটোমোবাইল ওয়ার্কসপে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থী

১৪.২ **দ্বিতল বিশিষ্ট সিএনসি বিল্ডিং ও আইটি ল্যাব-এর চার তলা উর্ধ্বমুখী সম্পসারণঃ** প্রকল্প থেকে ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণের সিএনসি দ্বিতল ভবন ও আইটি ল্যাব-এর চার তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আইটি ল্যাবগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটার ক্লাশরুমগুলো এক্সেস ফ্লোর নির্মাণ করে নেটওয়ার্ক, রাউটার স্থাপন করা হয়েছে। ২টি কম্পিউটার কক্ষে মোট ৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে কম্পিউটার ক্লাস ও নেটওয়ার্ক ক্লাস করতে পারছে।



অটোমোবাইল ওয়ার্কসপে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন স্ক্যানার দিয়ে গাড়ীর ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হচ্ছে

১৪.৩ **সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মূল ফটকে রিমডেলিং:** প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম টিটিসি'র দক্ষিণ-পূর্ব পাশে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার সমস্যা হত। তাছাড়া চট্টগ্রাম টিটিসি'র মূল ফটকটিতে গ্রীলের ছোট গেইট ছিল। যা নিরাপত্তার জন্য তেমন সহায়ক ছিল না। সে কারণে দক্ষিণ-পূর্ব পাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মূল ফটকটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়। মূল ফটকের পাশে সৌন্দর্য বর্ধন, ফুল বাগান, দু'দেশের পতাকার প্রতিচ্ছবি করে নান্দনিক সম্মিলন করা হয়েছে।

১৪.৪ **টিটিসি'র পুরাতন যন্ত্রপাতি অপসারণ করে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনঃ** চট্টগ্রাম টিটিসি'তে বর্তমানে ২০টি শ্রেণিকক্ষে প্রায় ৩২টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় KOICA কর্তৃক কোরিয়া থেকে আধুনিক

যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে KOICA'র তত্ত্বাবধানে সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। টিটিসি'র সকল ট্রেডের পুরাতন অকেজো প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সরিয়ে তদস্থলে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ল্যাবে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের হাতে-কলমে কাজ শিখছে। এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় প্রশিক্ষণার্থীগণ অতি সহজে তাদের নিজ নিজ ট্রেডের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে পারছে। ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে দেখা যায়, ছোট ছোট কৃত্রিম ঘরে তারা বৈদ্যুতিক অয়ারিং করছে এবং যন্ত্র দিয়ে ওয়ারিং সঠিক হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। একটি বিশাল আকৃতির অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, প্রশিক্ষণার্থীগণ খোলা-মেলা স্থানে কাজ শিখছে। একটি এসি কক্ষে প্রশিক্ষক প্রজেক্টর দিয়ে অটোমোবাইল ক্লাস পরিচালনা করছেন।



ইলেকট্রিক ট্রেডে প্রশিক্ষণরত বিদেশগামী প্রশিক্ষণার্থীগণ



Sewing মেশিনে প্রশিক্ষণরত নারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

১৪.৫ **একাডেমিক ভবন ও ওয়ার্কসপে আসবাবপত্র সরবরাহঃ** পরিদর্শনকালে দেখা যায়, চট্টগ্রাম টিটিসি'র প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, সকল ট্রেড ওয়ার্কসপে পুরাতন আসবাবপত্র সরিয়ে নতুন আসবাবপত্র, চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে। এতে টিটিসি'র দাপ্তরিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহায়ক হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে Centre of Excellence এ উন্নীত করা ও চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওয়ার্কসপের ভৌত সংস্কার করে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা;	প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মেশিনারী, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি শক্তিশালী করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুরাতন ওয়ার্কসপগুলো নতুন করে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;
খ) কোরিয়ান বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তির আলোকে আন্তর্জাতিক মানের কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং	প্রকল্পে নিয়োজিত কোরিয়ান পরামর্শকগণ চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি স্থাপনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কিছু কিছু প্রশিক্ষক ও টিটিসি'র কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
গ) দেশের যুবক ও যুব মহিলাগণকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির উপর দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা।	প্রকল্পের আওতায় আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছে।

১৬। উপকারভোগীদের মতামতঃ চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ জানান, প্রকল্প থেকে চট্টগ্রাম টিটিসি রিমডেলিং-এর পর কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন হয়েছে। এ কেন্দ্রে এসএসসি ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের পাশপাশি বিভিন্ন ট্রেড কোর্সের প্রশিক্ষণ , কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, বিদেশ যাত্রীদের ওরিয়েন্টেশনের মতো বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেকেই দেশে ও বিদেশে কাজের সুযোগ পাচ্ছে। এ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকদের কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন

নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কারখানার মালিকগণ প্র চুর চাহিদা পত্র দিয়ে থাকেন। স্কিল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (এসডিপি) কার্যক্রমের অধীনে ৮১০ জন ওভেন গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। কম্পিউটেন্সি বেইজড ট্রেনিং এন্ড এসেসমেন্টে (সিবিটিএন্ডএ) ৩০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ কেন্দ্রে ৬ মাসের শর্ট কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করে ১৩২৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে প্রায় ৭০% চাকরী পেয়েছেন।

১৭। আইএমইডি 'র পর্যবেক্ষণঃ

১৭.১ **Miscellaneous Expenditure Management অংগের কিছু অংশ বাস্তবায়ন না করা:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ইআরডি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমি শন, KOICA ও বিএমইটি সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে প্রকল্পটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করার সংস্থান টিপিপি 'তে উল্লেখ ছিল। পরিকল্পনা কমিশনে ০১/০৩/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের এসপিইসি সভার ৪.৬ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করার উল্লেখ ছিল । সেমতে টিপিপিতেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয় (টিপিপি পৃষ্ঠা- ৯ এর ৬ নম্বর; ১০ নং পৃষ্ঠার ২৩ নম্বর এবং পৃষ্ঠা ৩৫-এর VII অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এ মধ্যবর্তী মূল্যায়নের খরচ বাবদ আলাদাভাবে অর্থ না উল্লেখ করে **Miscellaneous Expenditure Management** অংগের সাথে অর্থ ধরা ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্তি পর্যন্ত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়নি এবং কোন প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন সন্তোষজনক জবাব দেয়নি বা পিসিআর-এ কোন তথ্য উল্লেখ নেই। অথচ , টিপিপিতে বিবিধ অংগে সংস্থানকৃত ১৫২.৭০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৫২.৬৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় পুরো টাকাই ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৮। সুপারিশ/ দিক-নির্দেশনাঃ

১৮.১ প্রকল্পটি চলমানকালীন ইআরডি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, কোইকা ও বিএমইটি সমন্বয়ে একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন পরিচালনার বিষয়ে টিপিপি'তে সংস্থান থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি অথচ পিসিআরে উক্ত খাতের অর্থ পুরোপুরি খরচ প্রদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মূল্যবান আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ ভাবে নিয়মিত সংরক্ষণ, মেরামত, যন্ত্রপাতি রক্ষিত কক্ষগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিএমইটি ও চট্টগ্রাম টিটিসি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে অর্থের সংস্থান রাখবে;